নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর:

পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

সার-সংক্ষেপ

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর: পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. মোস্তফা কামাল, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহকারী

শাহানা ইসলাম
ইসরাত জাহান সাথী

পরিমার্জনা

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর:
পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

আইন অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ড একটি দুর্যোগ। ঢাকা মহানগরীতে ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে ছোট-বড় মিলিয়ে যথাক্রমে ২৩৯৭টি, ১৯৭৭টি এবং ২৯৫৩টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুরনো ঢাকায় এ প্রবণতা আরও বেশি। ২০১৮ সালে পুরনো ঢাকার লালবাগ, হাজারীবাগ, সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার এলাকায় অন্তত ৪৬৮টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পুরনো ঢাকার সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডসমূহের মধ্যে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড অন্যতম। ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে নিমতলীর ৪৩, নবাব কাটরার নিচতলায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার থেকে সূত্রপাত হওয়া আগুন রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদামে ছড়িয়ে পড়লে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১২৪ জনের মৃত্যু হয় ও কয়েকশ মানুষ আহত হন। ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টার ওয়াহিদ ম্যানশনের রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদামের আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭০ জনের মৃত্যু ঘটে ও কয়েকশ মানুষ আহত হন।

২০১০ সালে নিমতলী ট্রাজেডির পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটি ১৭টি সুপারিশ করে। এর পাশাপাশি উচ্চ আদালত থেকেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে তা পর্যালোচনার আগেই চুড়িহাট্টার অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে পুরনো ঢাকায় দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রায় ১৫,০০০ হাজার গুদামের উপস্থিতি রয়েছে। অপ্রশস্ত ও অপরিকল্পিত অবকাঠামোর পাশাপাশি পুরনো ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্বও অগ্নি-নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয়।

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের নয় বছর আগে ঘটে যাওয়া নিমতলী ঘটনার শিক্ষা কতটুকু কাজে লাগানো হয়েছে তা নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হয়। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ, যার একটি অভীষ্ট হচ্ছে দুর্যোগের কারণে নগরে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা ও দুর্যোগ সহনশীল নগর নিশ্চিত করা (অভীষ্ট ১১)। পুরনো ঢাকাকে দুর্যোগ সহনশীল নগর হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণাটির উদ্দেশ্য পুরনো ঢাকায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় চিহ্নিত করা। অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা ও কার্যক্রম; বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি; এবং সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে (সক্ষমতা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি) পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়েছে এ গবেষণায়। পুরনো ঢাকার আটটি থানার মধ্যে অগ্নি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলো এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ কাঠামো

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও নথি পর্যালোচনা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন অংশীজন যেমন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, নগর উন্নয়নবিদ, রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারী ইত্যাদির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট নথি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় অক্টোবর ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুশাসনের কয়েকটি নির্দেশক - সক্ষমতা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসারে গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, যা ১৭ দফা সুপারিশ পেশ করে। এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুরনো ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হতে জরুরি ভিত্তিতে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম ও দোকান অপসারণ; আবাসিক এলাকায় সকল প্রকার দাহ্য পদার্থের মজুদ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা; সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা; অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধির কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজধানীতে ভবন নির্মাণ ও স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন করা; রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা; অবৈধ বা অননুমোদিত গুদামের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি; আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের মজুদ ও বিক্রি বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি; বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্মুক্ত লাইনের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি এবং নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার পরীক্ষা করা; এবং সকল কমিউনিটি সেন্টারে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

এর পাশাপাশি মহামান্য হাইকোর্ট একটি আদেশ জারি করেন। আদেশটির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো একটি তদন্ত কমিটি গঠন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল; গঠিত টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে ঢাকার অননুমোদিত ভবন নির্মাণ, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ; প্রয়োজনীয় স্থানে অগ্নি নির্বাপণের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনে কত সময় প্রয়োজন সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ; অগ্নি নির্বাপণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদ প্রচার মাধ্যমে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে প্রদান; এবং ছয় মাসের মধ্যে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র স্থাপন এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় জরুরি বহির্গমন পথ নিশ্চিত করার প্রতিবেদন প্রদান করা।

পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০১১ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন আবাসিক এলাকা হতে অননুমোদিত গুদাম/কারখানা অপসারণের লক্ষ্যে রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি গঠন। এই কমিটি সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গুদাম/কারখানা অপসারণের জন্য শ্যামপুর, টঙ্গী এবং মুন্সীগঞ্জে স্থান নির্ধারণ করা হয় - শ্যামপুরে বর্তমানে কাজ চলছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস পুরনো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মার্কেট, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাধার চিহ্নিত করেছে। ফায়ার সার্ভিস, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি এখনো চলমান। বিস্ফোরক অধিদপ্তর দাহ্য পদার্থের তালিকা তৈরি করছে। কলকারখানা অধিদপ্তরের ৪,০০৯টি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলমান, যার মধ্যে ৬০০টির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পুরনো ঢাকায় কারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রেখেছে। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর টাস্কফোর্স পুরনো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ১০০টির অধিক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

২.২ অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

২.২.১ সক্ষমতা

আইনি কাঠামো পর্যালোচনা: ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বহুতল ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বহুতল ভবনের সীমা দশতলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে দশ তলার কম উচ্চতার ইমারত অগ্নি নিরাপত্তার বাইরে রয়েছে। এছাড়া ইমারতের নকশা অনুমোদনের আবেদনে কেবল স্থাপত্য নকশা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা নকশা এবং কাঠামোগত নকশা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বিদ্যমান। এই আইনে ভবন নির্মাণ ও এর বৈধ ব্যবহার নিশ্চিতে রাজউক কর্তৃক তদারকি/পরিদর্শনের নির্দেশনা না থাকায় দায়িত্বে অবহেলার কারণে রাজউক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬ এ ভিন্ন ভিন্ন সীমার ভবনকে 'বহুতল ভবন' হিসেবে গণ্য করার কারণে অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে দায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। এছাড়া এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এবং বিধিমালা, ২০০৪-এ এসিড পরিবহনের জন্য বিশেষায়িত যানবাহন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ না থাকার ফলে এসিড ব্যবসায়ীরা যে কোনো যানে করে এসিড বহন করেন যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

শ্রম আইন, ২০০৬ এ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০ ও ২,৫০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ক্ষতিপূরণ হিসাবে অপর্যাপ্ত। শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সরাসরি আইন প্রয়োগের সুযোগ নাই ফলে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার কার্যক্রম অব্যাহত। অন্যদিকে, এই আইনে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। কোনো মানদণ্ড অনুসৃত হয় না বলে অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আবার, কোন অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু ও পঙ্গুত্ববরণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি সম্পর্কে বিদ্যমান আইনে কোন উল্লেখ নেই। ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ গুদাম বা কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া এখতিয়ার আইনে দেওয়া নেই, ফলে অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। এছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেশগত দূষণ বন্ধে তাৎক্ষণিক বা দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি আইনে সুস্পষ্ট করা হয় নি। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ও দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক দাহ্য রাসায়নিক ও দাহ্য রাসায়নিক সম্পৃক্ত দ্রব্যের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আশেপাশের হোল্ডিং মালিকদের অনাপত্তিপত্র, ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, কারখানা লিমিটেড হলে ইন-কর্পোরেট সার্টিফিকেট, বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকারনামা গ্রহণের সুপারিশ করা হয় যা বিধিবিধানে এখনো অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে ঝুঁকি অব্যাহত। অন্যদিকে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ে একটি 'ইউনিক অথরিটি' গঠনের প্রস্তাব এখনো বাস্তবায়ন না হওয়ায় সমন্বয়হীনতা অব্যাহত রয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গুদামজাত করা, পাইকারি, খুচরা ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য কী পরিমাণ দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের করা যাবে সে সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনো প্রণীত না হওয়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উঁচু ভবন থেকে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু পুরনো ঢাকার প্রশস্ত রাস্তাঘাট এবং জলাধার ও ফায়ার হাইড্রেন্টের অভাবে এই সক্ষমতা কাজে লাগানো দুরূহ।

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে অংশীজনের সক্ষমতার ঘাটতি: নিমতলী ট্রাজেডির পর ৬ জুন ২০১০ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ সমন্বয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অননুমোদিত রাসায়নিক কারখানা/গুদাম অপসারণের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে দু'টি কমিটি গঠন করা হয় যার একটি রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি এবং অন্যটি আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি। সম্প্রতি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯-এ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। মূলত তদন্ত কমিটি কর্তৃক টাস্কফোর্স গঠনের এই সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয় নি।

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর সকল কমিউনিটি সেন্টারে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন করা হয় নি। স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন করার সুপারিশও করা হয়েছিল। গুরুত্ব না দেওয়া ও পরিকল্পনাহীনতার কারণে ঢাকা ওয়াসা স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করে নি।

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধির কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজধানীতে ভবন নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী রাজউক দশ তলার উর্ধ্বসীমার ভবন জরিপ করে ফায়ার এক্সিট ও হাইড্রেন্ট নেই বা ফায়ার এক্সিটে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ভবনে তিনমাসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিয়েছিল। কিন্তু রাজউকের নোটিশ অনুসারে ভবন মালিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা সে বিষয়ে ফলো-আপ ও আইন প্রয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।

বিস্ফোরক অধিদপ্তরের মতে, এক হাজারের ওপর পেট্রোলিয়াম ও দাহ্য পদার্থ থাকলেও পুরনো ঢাকায় কোন রাসায়নিক পদার্থ কী পরিমাণে আছে সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। অবৈধ বা অননুমোদিত গুদামের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হলেও এগুলো চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে নিয়মিত ও পরিকল্পিত তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। শুধুমাত্র বিশেষ চাহিদাভিত্তিক বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অভিযান পরিচালনা করা হয়, যা পুরোপুরি অনিয়মিত ও অপরিকল্পিত।

বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্মুক্ত লাইনের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি এবং নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার পরীক্ষা করার একটি সুপারিশ থাকলেও বৈদ্যুতিক গোলযোগ হলেই কেবল পরীক্ষা করা হয়। নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।

জনবল ও বাজেট ঘাটতি: পরিবেশ আদালত পরিচালনার জন্য লোকবল ও বাজেটের স্বল্পতা রয়েছে। ঢাকা শহরের জন্য ছয়জন কর্মী ও পরিবহনের জন্য একটি গাড়ি রয়েছে। ফলে যথাসময়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া সম্ভব হয় না ও মামলায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। অন্যদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ১৯৯০ সালের অর্গানোগ্রাম অনুসারে যত লোক থাকার কথা ২০১৯ সালে তা থেকে আরও কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সংস্থাটির নগর পরিকল্পনা ও রাজস্ব বিভাগে জনবল হ্রাস করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২,৪২২টি পদের বিপরীতে ৬৮৪টি (২৮.৩%) পদ বর্তমানে শূন্য। রাজউক, কলকারখানা

অধিদপ্তর এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরেও পরিদর্শকের ঘাটতি রয়েছে। সম্প্রতি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯-এ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় কোন কর্মসূচি বা বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি।

২.২.২ সমন্বয়

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি: অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের ঘাটতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর ফলে পুরানো ঢাকা সরু রাস্তা ও অলি-গলি অধ্যুষিত এলাকা, ফায়ার হাইড্রেন্ট ও জলাধারের অভাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বর্ধিত সক্ষমতা কাজে লাগানো দুরূহ। রাজউকের পক্ষ থেকে তদারকির ঘাটতি এবং রাস্তা প্রশস্তকরণে সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ব্যাপক হলেও প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ প্রেরণ ও দীর্ঘ বিরতিতে সভা আয়োজনের মধ্যে তার কাজ ও সমন্বয়মূলক কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছে। আবার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ছিল লক্ষণীয়।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশের ফলে রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি ১৬ আগস্ট ২০১১ তারিখে প্রতিবেদন প্রদান করে এবং কেরানীগঞ্জের সোনাকান্দায় স্থান নির্ধারণের সুপারিশ করে। প্রায় পাঁচ বছর পর ১১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে এবং অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। এর ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের সম্ভাব্যতা যাচাই গঠিত কমিটি কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকৃত্তায় পল্লী স্থাপনের সুপারিশ করে এবং সে অনুযায়ী পুনরায় ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অর্থাৎ রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ প্রদানের সাত বছর পর একনেক ২০১.৮১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে যার বাস্তবায়নের সময়কাল ছিল জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০। আবার জমি অধিগ্রহণের সময় চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কম জনবহুল এলাকায় পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী "বিসিক রাসায়নিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পল্লী, মুন্সীগঞ্জ" প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং তা ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে একনেকে অনুমোদন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ বলে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে শ্যামপুর ও টঙ্গীতে দু'টি অস্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির অধীনে তিনটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটিগুলো বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করলেও গুরুত্বের সাথে না দেখে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়।

ঢাকা ওয়াসা ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন জন্য, জেলা প্রশাসন ভূমি অধিগ্রহণ জন্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় রাসায়নিক পদার্থেরর ব্যবসায় স্থানান্তরের জন্য জায়গা প্রস্তুতির দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সিটি কর্পোরেশন তাদের অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। লাইসেন্সবিহীন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর ব্যবসায় সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়ার এখতিয়ার নেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের। আবার এসব প্রতিষ্ঠানকে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা করা, কারখানা ও গুদাম স্থাপনের অনুমতি প্রদানের কর্তৃপক্ষ একাধিক। লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্সের আওতায় আনার কোনো সমন্বিত উদ্যোগ বা পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে নেই। এর ফলে তাদের তৈরি অস্থায়ী গুদাম ও স্থায়ী রাসায়নিক পল্লীতে লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তর করার যাচ্ছে না।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্যামপুরে অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত গুদামে ইটিপি স্থাপন না করে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া। অন্যদিকে টঙ্গীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সুপারিশ উপেক্ষা করে এবং পরিবেশ আইন অমান্য করে পুকুর ভরাটের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজউক কর্তৃক অবৈধ বা অননুমোদিত ভবনের সেবা সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হলেও কোনো কোনো সময় এসব ভবনের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় না, বা সেবা সংযোগ বন্ধ করা হলেও অবৈধভাবে এই সব ভবনে পুনঃসংযোগ দেওয়া হয়। বিস্ফোরক অধিদপ্তর রাসায়নিকের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করলেও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ দেখা যায় নি।

২.২.৩ স্বচ্ছতা

ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বচ্ছতার ঘাটতি: চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার কোনো ধরনের বা পরিমাণের ক্ষতিপূরণ কেন পেয়েছেন বা পান নি সে সম্পর্কে অবগত নন। এপ্রিল ২০২০ এ শ্রম অধিদপ্তর চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৭০ জনের মধ্যে ২৮ জন নিহতের পরিবারকে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। যেসব নিহতের পরিবার এই অধিদপ্তর থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পায় নি তারা যোগাযোগ করলেও কেন এই ক্ষতিপূরণের টাকা পান নি বা আদৌ পাবেন কি না সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য

জানানো হয় নি। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে একই পরিমাণ বা ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা বা একই ধরনের ক্ষতির শিকার পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিপূরণের উদাহরণ রয়েছে। যেমন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহতের পরিবার, আহত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন চারটি পরিবারকে দুই লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে, আবার অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য বিভাগে চাকুরি অথবা দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি: লাইসেন্স ছাড়া কতগুলো রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও দোকান পরিচালিত হয় সে হিসাব সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে নেই। যারা নিজ উদ্যোগে লাইসেন্স নেয় কর্তৃপক্ষ শুধু তাদের সম্পর্কে ধারণা রাখে। পুরনো ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিকের গুদাম, কারখানা ও দোকানের বৈধতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জানতে চাইলেও তথ্য দেওয়া হয় না। অন্যদিকে, রাসায়নিক আমদানিতে ট্যাক্স-ভ্যাট ফাঁকি দিতে সঠিক হিসাব উল্লেখ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এসব করা হয়। ফলে কী পরিমাণ রাসায়নিক আমদানি করা হয় সে সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় না।

২.২.৪ জবাবদিহিতা

ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার রোধে তদারকির ঘাটতি: বন্ধ করে দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা পুনরায় চালু করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে টাস্কফোর্সের ফলো-আপে ঘাটতি দেখা গিয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ব্যবহারের তদারকিতে রাজউকেরও দায়িত্বে অবহেলা রয়েছে। একই ভবন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অংশের বেশিরভাগেই দাহ্য পদার্থের গুদাম ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা থাকলেও রাজউক গঠনের পূর্বে নির্মিত ভবন ও এর ব্যবহারের বিষয়ে তাদের দায়িত্ব নেই বলে দাবি করে, আবার অনুমোদিত ভবন কী কাজে ব্যবহৃত হয় রাজউক তা পরিদর্শন করে না।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি: সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ইমেইল, ফোন ও ডাকযোগে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অবৈধ বা ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বা গুদাম নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় না। অন্যদিকে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সরকারের কাছে ২০১৯ সালের ১৫ মে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি করলেও তা এখনো নিষ্পত্তি হয় নি।

জবাবদিহির ঘাটতি: নিমতলী ট্রাজেডির পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশের বেশিরভাগ বাস্তবায়িত হয় নি। তদন্ত কমিটির ১৭টি সুপারিশের মধ্যে আটটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; নয়টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি। টাস্কফোর্সের চারটি সুপারিশের মধ্যে একটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; তিনটি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা ছিল না। এর ফলে এসব সুপারিশ কেন সম্পূর্ণ হয় নি সে সম্পর্কে জবাবদিহি করা যায় নি, বা যেসব প্রতিষ্ঠানের কাজের আওতায় এসব সুপারিশ ছিল তাদেরও জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই। টাস্কফোর্সের অধীনে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি এবং মূল সমন্বয়কারীর ভূমিকা শিল্প মন্ত্রণালয়ের থাকলেও শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়ন কেন সম্পূর্ণ হয় নি সে সম্পর্কে জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই। অগ্নি-দুর্ঘটনা রোধ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাদের কাজের পরিধি ও সীমাবদ্ধতার অজুহাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই বিষয়ে তাদেরও জবাবদিহির আওতায় নেওয়া হয় না।

বিচারহীনতা ও আদালতের আদেশ পালন না করা: নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী অবৈধ গুদাম, কারখানা ও ভবন মালিকদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয় নি। ২০১০ সালে কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে একটি মামলা করে এবং ২০১৯ সালে চকবাজার থানায় একজন নিহতের সন্তান ভবন ও গুদাম মালিকসহ ১২ জনকে দায়ী করে একটি মামলা দায়ের করেন। চুড়িহাট্টা আগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী ওয়াহিদ ম্যানশনের মালিকদ্বয় জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে জেলের বাইরে আছেন। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী অবৈধ গুদাম/কারখানা মালিকদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর উচ্চ আদালত পুরনো ঢাকার রাসায়নিকের গুদামগুলো কেন সরিয়ে ফেলা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করলেও দীর্ঘ দশ বছরে সরকার কর্তৃক আদালতে কোনো জবাব দাখিল করা হয় নি, যা আদালত অবমাননার শামিল। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করলেও স্থানীয় থানা আসামীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে গাফিলতি করে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো সময় দুর্নীতির মাধ্যমে আসামীদের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। ফলে মামলা থেকে আসামীদের নাম খারিজের জন্য আবেদন করতে হয়।

২.২.৫ অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি: পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক ব্যবসা, গুদাম ও কারখানা সরাতে ব্যবসায়ীদের অনীহা লক্ষণীয়। তাদের ধারণা অন্য জায়গায় ব্যবসা সুবিধাজনক হবে না। দাহ্য পদার্থের গুদাম, কারখানা ও দোকান সরানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মালিক-কর্মচারী ও মহল্লার নেতাদের মিছিল-সমাবেশ করতে দেখা গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা না করেই জনবহুল কেরানীগঞ্জ এলাকায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে জমি অধিগ্রহণের সময় বাধার সম্মুখীন হয়ে রাসায়নিক পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে হয়।

ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি: সংশ্লিষ্ট অংশীজন অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের প্রস্তুতি যেমন আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি, বালি, পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা নেই। আবার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে মার্কেট ও দোকানসমূহে বালি, পানি ও ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখার পরামর্শ প্রদান করা হলেও অনেক সময় তা রাখা হয় না বা সেগুলো রাখার জন্য জায়গা অপ্রতুল।

২.২.৬ অনিয়ম ও দুর্নীতি

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ট্রেড লাইসেন্সসহ কারখানা ও রাসায়নিক গুদাম স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন বন্ধ থাকলেও অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে এবং রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে লাইসেন্স বের করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের অসাধু কর্মকর্তাদের পরামর্শে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে রাসায়নিক শব্দটি বাদ দিয়ে এন্টারপ্রাইজ হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স বের করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইসেন্স বের করা কঠিন হয়ে পড়লে রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব ব্যবহার করা হয়। আবার রাসায়নিক ব্যবসার সাথে যুক্ত না হয়েও কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেদের নামে লাইসেন্স বের করে ব্যবসায়ীদের প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, এসিডের লাইসেন্স বের করা কঠিন বলে এসিড আমদানিতে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করা হয়। আবার নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়েও লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন অব্যাহত রয়েছে। লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা, বিস্ফোরক অধিদপ্তরে ১,৫০,০০০-২,৫০,০০০ টাকা, ফায়ার সার্ভিসে ৩,০০০-১২,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনে ১,৫০০-১৮,০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে লেনদেন হয়ে থাকে।

দাহ্য পদার্থ পরিবহন করে গুদাম পর্যন্ত নেওয়া হয় অনেকটা প্রকাশ্যেই। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা চেক করে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। টহলরত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা গাড়িপ্রতি তিনশ টাকা করে চাঁদা নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়ম অনুসরণে ঘাটতি: টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ (গুদামের সামনের রাস্তা ৬-৯ মিটার প্রশস্ত, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে পাঁচ মিটার গুদামের দূরে অবস্থান, আবাসিক এলাকা ও ভবন বা বহুতল ভবনে রাসায়নিক মজুদের লাইসেন্স না দেওয়ার আদেশ) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কমিটির প্রতিটি সুপারিশকে অবজ্ঞা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে গুদাম ও কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা ও স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

পুরনো ঢাকায় আবাসিক ভবন বা বহুতল ভবনে বিশেষ করে নিচতলায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম ভাড়া দেওয়া ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। অবৈধ বা অননুমোদিত গুদাম চিহ্নিত করে কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এসব রাসায়নিক গুদাম বা কারখানায় মাঝে মধ্যে পুলিশি তল্লাশি চলে। ব্যবসায়ীদের মতে, মালামাল বাইরে থাকলে পুলিশ তাদেরকে হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের জন্য এসব করে। এই নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরাও লাভবান হন, কারণ এর মাধ্যমে তারা নিয়ম ভঙ্গ করে ব্যবসা অব্যাহত রাখতে পারেন।

শিল্প-কারখানায় বিদ্যুতের লোড অনুযায়ী অনুমোদিত কোম্পানি/ঠিকাদার দিয়ে ওয়্যারিং করানো এবং বিদ্যুৎ বিভাগের ছাড়পত্র নেওয়ার কথা। কিন্তু আবাসিক ভবনেই কারখানা স্থাপন করা হয় বলে সেগুলো লোড নিতে সক্ষম হয় না। ফলে শর্টসার্কিট বা ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে এসব যাচাই না করেই ছাড়পত্র দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রভাব: স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধিরাও কারখানা ও গুদামের মালিক বা এসব ব্যবসার সাথে জড়িত। এছাড়াও এই ব্যবসার সুবিধাভোগী হিসাবে রয়েছেন কিছু কিছু বাড়ির মালিক, ব্যবসায়িক সমিতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একাংশ এবং অনেক বড় বড় কোম্পানি যারা পুরনো ঢাকা থেকে প্লাস্টিক পণ্য, কাঁচামাল ইত্যাদি নিয়ে ব্যবসা করেন। তাদের পক্ষ থেকেও বাধা তৈরি হয়। অনেক মার্কেটের মালিক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের মার্কেটে থাকা রাসায়নিক গুদাম সরাতে কোনো কর্তৃপক্ষই সাহস পায় না। একজন প্রিন্টিং প্রেসের মালিকের ভাষ্যমতে, "পুরো চকবাজার সিন্ডিকেটের অধীনে আছে। তাই এখানে মোবাইল কোর্ট আসলে তারা এমপি'র শেল্টার পায়। আগুন লাগার ব্যাপারে এখানে কেউ কথা বলতে চাইবে না। কারণ রাজনৈতিক বিপদ আছে।"

চুড়িহাট্টায় আগুন লাগার পর গঠিত টাস্কফোর্স কর্তৃক গুদাম/কারখানা চিহ্নিত করে বন্ধ করে দিতে চাইলে ব্যবসায়ীরা প্রধানমন্ত্রী ও মেয়রের নিকট অভিযোগ করে। পরবর্তীতে এই টাস্কফোর্সের কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে পড়ে। লাইসেন্স বিহীন ও অবৈধ ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিতকরণ ও তা বন্ধ করে দেয়ার প্রক্রিয়া কোনো ঘোষণা ছাড়াই স্থগিত করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক দীর্ঘসূত্রতা: পুরনো ঢাকার একই ভবনের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহার হচ্ছে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অংশের বেশিরভাগই দাহ্য পদার্থের গুদাম ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা বা স্থাপনার অবৈধ ব্যবহার বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে রাজউককে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের 'যথাযথ' নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

৩. উপসংহার

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সুশাসনের ঘাটতি ছিল, যার কারণে পুরনো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন না করার পাশাপাশি আদালতের অবমাননাও করেছে। পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ। কতিপয় প্রভাবশালীর অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দ্রুত অগ্নি নির্বাপণের জন্য পুরনো ঢাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয় নি। এছাড়া অগ্নি-দুর্ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি - অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বাজেট ও পরিকল্পনাও নেই। একই প্রবণতার কারণে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয় নি, এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রবণতাও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান যার ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। সার্বিকভাবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

৪. সুপারিশ

১. যেকোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাসায়নিক বিপর্যয়রোধে জাতীয়ভাবে একটি রাসায়নিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ে নির্দেশিকা তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরকার নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ কারখানা চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে হবে, অথবা অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে স্বল্পমেয়াদী সময় দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানান্তরে রাজি না হলে এসব কারখানার সব ইউলিটি বন্ধ করতে হবে।

৬. তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার জন্য এবং আদালত অবমাননাকারী দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

৭. পুরনো ঢাকার অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে হবে। ভবনগুলোতে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে।

৮. রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক ও স্বচ্ছ করতে হবে।

৯. আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজউক, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আইনে নিশ্চিত করতে হবে।

১০. পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ইউনিট তৈরি করতে হবে।

****